তারিখ ... ২৯.১.৮৫ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...১... কলাম...১... ...

দৈনিক বাংলা

030

ছাত্রদের আর বিপথে পরিচালিত করা যাবে নাঃ এরশাদ

শিক্ষকদের পদোন্নতি ও বেতন ভাতা বাড়ানোর ব্যবস্থা

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং তাঁদেরকে সমাজে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

শনিবার মহাখালীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট এসব সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, দেশের সকল বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের মাসিক এক শ টাকা করে বাড়ি ভাড়া ভাতা দেয়া হবে।

এখন থেকে প্রশিক্ষপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ ভ্রমণ ও দৈনিক ভাড়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা লাভ করবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন এ বছর পাঠ্যসূচীতে স্কুল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা পুনরায় বাধ্যতামূলক করা এবং ফুরকানিয়া মাদ্রাসাগুলিকে অনুদান দেয়া হবে।

সুবিস্তৃত সামিয়ানার নিচে চটের বিছানায় উপবিষ্ট হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মুহুর্মুহু করতালি ও শ্লোগানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এসব ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেন।

শিক্ষকগণ অন্যান্য যেসব সুবিধা লাভ করবেন তা হচ্ছেঃ সরকারী স্কুলগুলিতে ৬২৫—১৩১৫ টাকা বেতনক্রমভুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষক দিয়ে পূরণ করা হবে।

সরকারী কলেজে ৬২৫—১৩১৫ বেতনভুক্ত ডেমনস্ট্রেটরদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন লেকচারার পদে নিয়োগ লাভের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারী কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে ৮০ শতাংশ পদোন্নয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এ ব্যবস্থায় প্রতি

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল মহাখালীতে জমিয়তুল মোদাররেছিন কনফেন্সে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রথম জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন —দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৯.১.৮৫ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...১... কলাম... ১... ...

দৈনিক বাংলা

শিক্ষকদের পদোন্নতি

(১ম পৃঃ পর)

সতের দু হাজার শিক্ষক পদোন্নতি লাভ করবেন।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সমান টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি-প্রাপ্তির তারিখ থেকে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা হিসাব করা হবে। লেকচারার ও সহকারী অধ্যাপকের আনুপাতিক হার ৫.২ এর পরিবর্তে ৬.৩ করা হয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ লেকচারারই ৮ বছর চাকরির পূর্তির পর ১৪০০—২২২৫ টাকা বেতনক্রম লাভে সক্ষম হবেন।

বেসরকারী শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের শতকরা ২০ ভাগ বিধি মোতাবেক ডেপুটেশনে নিয়োগ করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রধারী কোন ব্যক্তি স্কুল শিক্ষকতা করে থাকলে এবং পরবর্তীকালে কলেজে শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হলে সেক্ষেত্রে তাঁর স্কুলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোজিত করে পূর্ণ চাকরিকাল নির্ধারিত হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করলে মধ্যবর্তী বিরতিকাল অনধিক ৬ মাস প্রমার্জনা করা হবে। বেসরকারী শিক্ষকদের আয়কর মওকুফের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রে সরকারী বেতনক্রম চালু হবে। সেরূপ কাম্যতীর্থ শিক্ষকদের জন্যও যথোপযুক্ত বেতনক্রম প্রবর্তন করা হবে।

অর্পিত ও পরিত্যক্ত জমিতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকলে এবং ওই জমিসমূহ সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজন না হলে যৌক্তিকতা অনুসারে বিধি অনুযায়ী তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ করা হবে।

দাখিল মাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্ত ইফতেদায়ী শ্রেণীর শিক্ষকদেরকে সরকারী বেতনক্রম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুদান প্রদান করা হবে। মাদ্রাসাসমূহে বিষয়ভিত্তিক লেকচারার নিয়োগের আদেশ এর মধ্যে জারি করা হয়েছে। কামেল মাদ্রাসার হেড মোহাদ্দেসকে সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপকের পদমর্যাদা দেয়া হবে।

শিক্ষা বিস্তারে তাঁর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি যেখানেই গিয়েছি, আগে গিয়েছি শিক্ষাঙ্গনে। যে টাকা দিয়েছি তার শতকরা ৯০ ভাগ দিয়েছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে।

তিনি আরো বলেন, যে তাঁর সরকার জগন্নাথ কলেজ ইডেন গার্লস কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করেছে। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি করে ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে। এসব করা হয়েছে ছাত্ররা যাতে সুষ্ঠু পরিবেশে থেকে লেখাপড়া করে সুনাগরিক হতে পারে সেজন্য।

ছাত্রদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, ছাত্ররা অত্যন্ত পবিত্র। তাঁরা আমাদের ভবিষ্যত। লেখাপড়া করার জন্য তাদের সুষ্ঠু পরিবেশ দরকার। অতীতে আমরা তাঁদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারিনি। এজন্য তারা স্বার্থান্বেষী মহলের খপ্পরে পতিত হয়েছে। যারা ছাত্রদেরকে বিপথে পরিচালিত ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট বলেন, আপনারা আর তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারবেন না। দেশ ও জাতি আজ জেগেছে।

তিনি বলেন আমরা চাই একটি সুখী সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে। এ প্রচেষ্টায় তিনি শিক্ষকদের তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে প্রেসিডেন্ট আহবান জানান।

এর আগে ফেডারেশনের মহাসচিব মওলানা আবদুল মান্নান তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে শিক্ষকরা সকল রাজনীতির উর্ধে। কোন দলের সঙ্গে তাঁরা জড়িত নন। শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক হিসেবে শিক্ষকরা প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে রয়েছেন দেশ গড়ার কাজে।

তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির বীজ না ঢুকাতে রাজনীতিবিদদের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন, ছাত্রদের কোন দোষ নেই। ছাত্রদেরকে যারা নষ্ট করছে তাদের প্রতি আল্লাহ নুসরাত ভুট্টোর মত চিকিৎসার জন্য আপনারা কোথাও চলে যান। তিনি আরো বলেন, মস্তিষ্ক খারাপ না হলে ছাত্রদেরকে কেউ খারাপ করে না।

তিনি আরো বলেন যে কেউ ইচ্ছা করে হরতাল পালন করে না। গাড়ি ও দোকানের মালিকরা ক্ষতি হওয়ার ভয়ে গাড়ি বের করে না। দোকান খোলে না। এর নাম হরতাল নয়।

তিনি বলেন, আমাকে দালাল বলা হয়। আমি ১০ বছর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের দালালি করেছি, পরে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দালালি করেছি, এবং এখন জেনারেল এরশাদের দালালি করছি। তিনি বলেন, আমরা দেশ গড়ার কাজে আপনার পাশে থাকবো।

সম্মেলনে প্রেসিডেন্টকে বিপুল ভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। রূপার তৈরি একটি কাসকেটে করে তাঁকে মানপত্র দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও কূটনৈতিক সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।